যুগান্তর

তারিখ ...10 OCT 2016...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা

# সৃজনশীলে প্রশ্ন কমবে না বাড়বে সময় ও বিকল্প

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন (সিকিউ) ৭টি ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) ৩০ নম্বরের মধ্যেই থাকবে। তবে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে উত্তরপত্র ও ওএমআর ফরম দেয়া হবে। এ ছাড়া সৃজনশীল প্রশ্নের সংখ্যা আগের চেয়ে ২টি বাড়ানো হবে। ফলে উত্তর দেয়ার জন্য বিকল্প প্রশ্ন বাড়বে।

রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে শিক্ষা উন্নয়নে গঠিত এ পরামর্শক কমিটির সভায় শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে বিভিন্ন সুপারিশ উঠে আসে। সে অনুযায়ী চারটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৭ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সিকিউ ও এমসিকিউর নতুন নম্বর বণ্টন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে। আর ২০১৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে সংশোধিত নতুন পাঠ্যবই দেয়া হবে।

সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এসব সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে উত্তরপত্র বিতরণ করা হবে। আগে পরীক্ষা শুরুর ৫ মিনিট আগে উত্তরপত্র দেয়া হতো। বাড়তি সময় শিক্ষার্থীরা খাতায় বিভিন্ন কোড পূরণের কাজে ব্যয় করতে পারবে। আগে এমসিকিউ দেয়ার পর সৃজনশীল অংশের জন্য উত্তরপত্রের বিভিন্ন কোড নির্ধারিত ৩ ঘণ্টার মধ্যেই পূরণ করতে হতো। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগের ৪০টি এমসিকিউ প্রশ্নে ৪০ মিনিট সময়

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

# সৃজনশীলে প্রশ্ন কমবে না বাড়বে সময় ও বিকল্প

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছিল। ২০১৭ সালের পরীক্ষায় ৩০টির জন্য সময় ৩০ মিনিট। আগে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটে ৬টি উত্তর দিতে হতো। এখন ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আগে সৃজনশীলের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য গড়ে ২১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড বরাদ্দ থাকলেও এখন শিক্ষার্থীরা সময় পাবে ২১ মিনিট ২৬ সেকেন্ড। কিন্তু এখন নিরবচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা দিতে পারবে। পরীক্ষার ১৫ মিনিট আগে উত্তরপত্র ও ওএমআর ফরম দেয়ায় এমসিকিউ পরীক্ষার পর আর বিরতি থাকবে না। ফলে অন্তত ১০ মিনিট সময় বেশি পাবে।

সভার কার্যপত্রে দেখা যায়, সিকিউ অংশে ৭টির উত্তর করতে হবে বলে বিকল্প প্রশ্নের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। আগে সৃজনশীলের ৬টির উত্তরের জন্য ৯টি প্রশ্ন করা হতো। এখন ১১টি করা হবে। অপরদিকে ব্যবহারিক আছে যেসব বিষয়ে সেগুলোতে সিকিউ ৫০ এবং এমসিকিউ ২৫ নম্বরের মধ্যে হবে। এ ক্ষেত্রে সিকিউ প্রশ্ন থাকবে ৮টি। এর মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে। আগে ৬টির মধ্যে ৪টির উত্তর করার ব্যবস্থা ছিল।

এতদিন ১০০ নম্বরের একটি পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশের নম্বর ছিল ৬০ এবং এমসিকিউ অংশের নম্বর ছিল ৪০। বহুনির্বাচনীর জন্য সময় ছিল ৪০ মিনিট। ব্যবহারিকের বিষয়ে সৃজনশীল ছিল ৪০ নম্বর এবং এমসিকিউ ছিল ৩৫ নম্বরের মধ্যে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছিল— একশ্রেণীর শিক্ষক পরীক্ষার হলে বাইরে থেকে এমসিকিউ প্রশ্ন সমাধান করে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তাদের ওই দুর্নীতি বন্ধে গত বছরের আগস্টে এমসিকিউর ক্ষেত্রে ১০ নম্বর কমানো ও সিকিউ প্রশ্ন ১০ নম্বর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে জারি করা সার্কুলার অনুযায়ী, ২০১৭ সাল থেকে এমসিকিউ এবং সৃজনশীল অংশের বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে। তবে টেস্ট পরীক্ষাগুলো আগের নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে। জেএসসি পরীক্ষাও হবে আগের নিয়মে। অর্থাৎ ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬০ শতাংশ সৃজনশীল ও ৪০ শতাংশ এমসিকিউ।

এ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা এখনও আন্তরিক ও সৎভাবে পরীক্ষা দেয়ায় অভ্যস্ত হইনি। আমরা উদ্বিগ্নের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, কোনো কোনো জায়গায় কিছু শিক্ষক ও কিছু অভিভাবক অনৈতিক কাজে লিপ্ত। এদের কারণে পুরো শিক্ষক সমাজ বিব্রত।' এদিকে নতুন সিদ্ধান্ত প্রকাশের পর প্রথমে মফস্বল পরে শহরের কয়েকটি স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। তবে বর্তমানে তা নেই। তবে শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্টকে সম্মান জানিয়েই রোববারের সভা আয়োজন করা হয় বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। সভায় যোগ দিয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল পাঠ্যপুস্তক সহজ ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনে উদ্যোগ নেয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন জানান। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সৃজনশীল অংশে নম্বর কমানোর ক্ষেত্রে এখন আর দ্বিমত থাকছে না বলে মন্তব্য করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদসহ মন্ত্রণালয়, মাউশি এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।